ফ্ল্যাটল্যান্ড: অ্যা রোমান্স অব মেনি ডিমেনশন

মূল: এডউইন অ্যাবট

অনুবাদ: আব্দুল্যাহ আদিল মাহমুদ

সূচিপত্র

প্রথম অংশ: এই জগৎ

১. ফ্ল্যাটল্যান্ডের বৈশিষ্ট্য

২. ফ্ল্যাটল্যান্ডের জলবায়ু ও ঘরবাড়ি

৩. ফ্ল্যাটল্যান্ডের অধিবাসীরা

৪. মহিলারা

৫. আমরা যেভাবে একে অপরকে চিনি

৬. দেখে শনাক্ত করি যেভাবে

৭. অনিয়মিত চিত্রগুলো

৮. আঁকাআঁকির প্রাচীন প্রথা

৯. সার্বজনীন রঙিন ঠোঁট

১০. রংদ্রোহ নির্মূল

১১. আমাদের পুরোহিতরা

১২. আমাদের পুরোহিতদের প্রথা

দ্বিতীয় অংশ: অন্য জগৎ

১৩. আমার লাইনল্যান্ড দর্শন

১৪. আমার ফ্ল্যাটল্যান্ডের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যার ব্যর্থচেষ্টা

১৫. স্পেসল্যান্ডের আগন্তুক

১৬. আগন্তুক আমাকে স্পেসল্যান্ডের রহস্য বোঝাতে গিয়ে যেভাবে ব্যর্থ হলেন

১৭. গোলক যেভাবে কথা বলে বোঝাতে ব্যর্থ হয়ে খাতা হাতে নিল

১৮. আমি যেভাবে স্পেসল্যান্ডে গিয়েছিলাম ও যা দেখেছিলাম

১৯. গোলক আমাকে স্পেসল্যান্ডের রহস্য দেখানোর পরেও আমার আরও বেশি চাওয়া; আর তার পরিণাম

২০. আমার দর্শনে গোলকের অনুপ্রেরণা

২১. আমি আমার নাতিকে যেভাবে ত্রিমাত্রিক জগতের ধারণা শেখানোর চেষ্টা করেছিলাম আর তার সাফল্যের নমুনা

২২. পরে আমি যেভাবে তিন মাত্রার ধারণা দূর করার চেষ্টা করলাম আর তার ফলাফল

প্রথম অংশ

এই জগৎ

“ধৈর্য্য ধরুন, কারণ জগৎটা বড় ও প্রশস্ত”

প্রথম অংশ

এই জগৎ

* ১. ফ্ল্যাটল্যান্ডের বৈশিষ্ট্য

আমাদের জগৎকে আমি ফ্ল্যাটল্যান্ড বলি। আসলে আমরা নিজেরা একে এই নামে ডাকি না। এর বৈশিষ্ট্য আপনাদেরকে স্পষ্ট করে বোঝানোর জন্যেই নামটা দিলাম। আমার সুখী পাঠকরা তো স্বাচ্ছন্দ্যে স্পেসল্যান্ডে বাস করছেন।

বড় এক খণ্ড কাগজ কল্পনা করুন। তাতে আছে রেখা, ত্রিভুজ, বর্গ, পঞ্চভুজ, ষড়ভুজ ও অন্যান্য চিত্র। এগুলো এক জায়গায় স্থির থাকার বদলে পৃষ্ঠের উপরে বা মধ্যে মুক্তভাবে চলাচলা করছে। তবে তারা পৃষ্ঠ থেকে উপরে বা নিচে যেতে পারে না। অনেকটা ছায়ার মতো। পার্থক্য শুধু চিত্রগুলো শক্ত। আর আছে উজ্জ্বল বাহু। তবে ছায়ার সাথে তুলনা করলে আমার দেশ ও দেশের বাসিন্দাদের সম্পর্কে মোটামুটি নিখুঁত একটি ধারণা পাবেন আপনি। কয়েক বছর আগে হলে অবশ্য আমি বলতাম “আমাদের মহাবিশ্ব”। তবে এখন আমার চোখ আরও উচ্চ জিনিস দেখেছে।

নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, আপনারা নিরেট বলতে যা বোঝেন তেমন কোনো কিছু এমন একটা দেশে থাকা সম্ভব নয়। একটু আগে বলেছি আমাদের দেশে ত্রিভুজ, বর্গ ও অন্যান্য কীভাবে চলে। আমার বিশ্বাস আপনারা ধরে নিচ্ছেন আমরা দেখে অন্তত এই চিত্রগুলোকে চিনতে পারি। কিন্তু ব্যাপারটা আসলে উল্টো। আমরা চিত্রগুলোকে এভাবে দেখি না। অন্তত আলাদা করে চেনার মতো করে তো নয়ই। আমরা সরল রেখা ছাড়াই কিছু দেখি না। বা দেখতে পারি না। একটু পরেই সেটা আমি বুঝিয়ে বলব।

আপনাদের স্পেসের একটি টেবিলে একটি মুদ্রা রাখুন। উপর থেকে এর দিকে তাকান। একে বৃত্তের মতো লাগবে। এবার টেবিলের এক প্রান্তে আসুন। চোখ নিচের দিকে নামাতে থাকুন (এর ফলে আপনি অনেকটা ফ্ল্যাটল্যান্ডের বাসিন্দাদের মতো করে দেখতে পারবেন)। দেখবেন, মুদ্রাটিকে ডিম্বাকৃতির মনে হবে। এবার চোখকে একেবারে টেবিলের পৃষ্ঠ বরাবর আনুন (এবার আপনি সত্যিই ফ্ল্যাটল্যান্ডের বাসিন্দার মতো হয়ে গেলেন)। এবার মুদ্রাটা আর ডিম্বাকৃতিও থাকল না। আপনার চোখে সেটি হয়ে যাবে সরল রেখা।

ত্রিভুজ, বর্গ বা অন্য কোনো চিত্রের ক্ষেত্রেও ঘটবে একই ঘটনা।